দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 15-DEC 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

কিন্ডারগার্টেন ঃ চড়ামূল্যের শিক্ষা-ব্যবসায়

রেজানুর রহমান ॥ কিণ্ডার গার্টেন ও বিদেশী শিক্ষা ব্যবস্থার অনুকরণে গড়িয়া উঠা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন আদায়ের ক্ষেত্রে সঠিক কোন নীতিমালা না থাকায় যে যেমনভাবে পারিতেছে বেতন আদায় করিতেছে বছর পার হইলেই কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই বেতন বাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। গত বছর হয়তো মাসিক বেতন ছিল ৬-

(৭ম পৃঃ দ্রঃ)

কিণ্ডার গার্টেন

(১২শ পৃঃ পর)

শত টাকা, পরের বছরই ইহা দাঁড়াইয়াছে ৭ শত অথবা ৮ শত টাকায়। ইহাছাড়াও রহিয়াছে, বছরের প্রথম মাসে সেশন ফি, আনুষঙ্গিক ফিসহ কয়েক হাজার টাকার ধাক্কা। এই নিয়া প্রায় প্রতিবছরই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিভাবকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। চলতি মাসে বনানীর একটি স্কুলের অভিভাবকবৃন্দ বেতন বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া এই ব্যাপারে আদালতের শরণাপন্ন হইয়াছে। আদালত বর্ধিত বেতন আদায় না করার জন্য অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করিলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ বর্ধিত বেতন আদায় করিয়াছেন।

নগরীতে এখন কিণ্ডার গার্টেন স্কুলের ছড়াছড়ি। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় খামখেয়ালি, অমনোযোগী মনোভাবের কারণে নগরীর অগ্রসরমান পরিবারের অভিভাবকদের আগ্রহ দেখা দেয় কিণ্ডার গার্টেনের প্রতি। সরকারী স্কুল এবং কিণ্ডার গার্টেনের ছাত্র-ছাত্রীদের বেতনের ব্যবধান আকাশ-পাতাল। পড়াশুনার ধরনও ভিন্ন। বাড়ীর কাছে সরকারী স্কুল থাকা সত্ত্বেও অনেক অভিভাবক পারিপার্শ্বিক কারণে কিণ্ডার গার্টেনে ছেলেমেয়েকে ভর্তি করা অভিজাত্য মনে করেন। ফলে যত্রতত্র গড়িয়া উঠিয়াছে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার অনুকরণে স্কুল গড়িয়া তুলিতে হইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমতি প্রয়োজন হয়। অথচ কিণ্ডার গার্টেনের বেলায় এই ধরনের কোন নিয়ম রাখা হয় নাই। কোন বাড়ীর ছোট, দুই তিনটি রুম ভাড়া নিয়াও অনেকে এই ধরনের স্কুলের সাইন বোর্ড টাঙ্গাইতেছেন। সরকারী স্কুলে চাকুরী করেন, এমন শিক্ষক-শিক্ষিকাও কিণ্ডার গার্টেন স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তবে তিনি সম্মুখে থাকেন না। নেপথ্যে ভূমিকা পালন করেন। একজন শিক্ষক বলিলেন, এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন বেশী করিয়া ধার্য না করিলে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পিছাইয়া যাইতে হয়। স্কুলের পড়াশুনার মান যাহাই হউক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অনেক স্কুল অন্যদের দেখাদেখি ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

বনানীর একটি স্কুলের কয়েকজন অভিভাবকের মন্তব্য : হঠাৎ করিয়া বছরের শুরুতেই এই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন বৃদ্ধি করা হইয়াছে। বৃদ্ধির হার গত বছরের বেতনের শতকরা ৫০ হইতে ৬০ ভাগ। ৬ মাসে এক সেমিস্টার। বছরের শুরুতেই এক সেমিষ্টারের ফি পরিশোধ করার জন্য বলা হয়। ফলে অভিভাবকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। গঠিত হয় অভিভাবক ফোরাম। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে স্কুল কর্তৃপক্ষ হঠাৎ করিয়া স্কুল বন্ধ করিয়া দেয়। ১৮ই নভেম্বর স্কুলটি চালু হইয়াছে। আদালতের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বর্ধিত বেতন আদায় করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে প্লেপেন স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল জেবা খানের সহিত যোগাযোগের চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে পাওয়া যায় নাই। তাঁহার বাসায় টেলিফোন করা হইলে বলা হয় : তিনি বাথরুমে। ৫ মিনিট পর ফোন করিতে বলা হয়। ৫ মিনিট পর ফোন করা হইলে জানান হয়, তিনি জরুরী কাজে বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। নগরীর ধানমণ্ডি এলাকায় অবস্থিত অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলেও বেতন বাড়ানো হইয়াছে। '৯৫ সালে এই স্কুলের প্লে শ্রেণীর মাসিক বেতন ছিল পাঁচশত টাকা। '৯৭ সালে এই ক্লাসের বেতন ধার্য করা হইয়াছে ৮ শত টাকা। একই স্কুলের '৯৫ সালে নার্সারী ক্লাসের বেতন ছিল ৬ শত টাকা। '৯৭ সালের জন্য এই ক্লাসের বেতন ধার্য করা হইয়াছে ৯ শত টাকা। সাউথ ব্রীজ স্কুলে '৯৪ সালে প্লে শ্রেণীর বেতন ছিল ৭ শত টাকা। ৯৫/৯৬ সালে এই বেতন দাঁড়াইয়াছে এক হাজার টাকা। আবার একই ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের বেতনের ক্ষেত্রে স্কুলগুলির মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নাই। সানবীম স্কুলে প্লে শ্রেণীর বেতন ১৮ শত টাকা, স্কলাসটিকায় একই শ্রেণীর বেতন ১৩ শত টাকা। বছরের শুরুতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সময় মাত্র খাত উল্লেখ করিয়া মোট অংকের অর্থ গ্রহণ করে কিছু স্কুল।

একজন অভিভাবক বলিলেন, সময়ের চাহিদা অনুযায়ী কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়িয়াছে। এই সুযোগে যে যেমনভাবে পারে অভিভাবকদের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিয়া নিতেছে। তিনি বলেন, সরকারী স্কুলগুলিতে যদি লেখাপড়ার মান আরও উন্নত হইত তাহা হইলে অভিভাবকেরা তাহাদের সন্তানদের নিয়া কিণ্ডার গার্টেনের দিকে ছুটিতেন না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেন, যুগের চাহিদা অস্বীকার করা যাইবে না। কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষার উপর একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণীত হওয়া দরকার বলিয়া তিনি মনে করেন। জানা যায়, কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা ব্যবস্থার উপর একটি নীতিমালা প্রণয়নের ব্যাপারে ইতিপূর্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আগ্রহ প্রকাশ করিলেও কার্যক্ষেত্রে এই ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয় নাই।